বীর সৈনিকের মা

অরবিন্দ সিংহ

আমাকে চিনতে পারছেন ?
কী করে বা চিনবেন !
আমি ও তো আপনাদের মত একজন সাধারণ বউ।
মাপ করবেন। এখন আমি মা।
হ্যাঁ। এক সাধারণ মা,

আমার ঘর আছে, আমার স্বামী আছে।
আমার এক কন্যা আছে।
এক বউমা আর আর এক টুক টুকে নাতিও আছে।
সুখ আছে, শান্তি আছে,
সোহাগ আছে।
কিন্তু আমার পুত্র নেইগো

সে আজ মৃত।
আমি এক মৃত সৈনিকের মা।
নাতি যখন বলে, "ঠামা, তোমরা কাঁদছো কেন?
বাবার কিছু হয়েছে ?
বলনা ঠামা। বাবাকে কেউ মেরেছে ?
বলনা ঠামা। আমি তাকে শেষ করে দেব।
বাবাই তো বন্দুকটা দিয়ে ছিল।"

তাকে আড়াল করে মুছি শুধু চোখের জল।
কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি কাঁদি না।
বরং আমি দুঃখ করি এক পুত্রের মা বলে।

এই সতী সাবিত্রী দয়মন্তীর –
অহল্যা বেহুলা সীতা –
অরুন্ধতির দেশকে আমি কী দিলাম ?

কী পেলাম ?
তাই আমি দিতে চাই, আমি হোতে চাই রামের মা।
পরশুরাম, ঘটোৎকচ, ভীম,
হতে চাই কর্ণ , অর্জ্জুন, অভিমন্যু, বলরাম,
কৃষ্ণ, হনুমান।
বালি, মেঘনাদ, শঙ্খচূড়ের মা।

আমি হতে চাই সিরাজ, টিপু সুলতান –

শিবাজী, রাণাপ্রতাপ, পৃথিরাজ, ভগতসিং,
ক্ষুধিরাম, হোতে চাই নেতাজীর মা।
আমি হোতে চাই ঝানসির রাণী লক্ষীবাইর
মাতঙ্গিনী হাজরার হোতে চাই নেতাজীর নারী বাহিনীর, –
আমি হোতে চাই শত সন্তানের জননী গান্ধারীর মা।

আমার মাতৃভূমি, আমার জন্মভূমি
আমার দেশমায়ের চরিত্রে –
লোভের হাত বাড়িয়ে ছুটে আসবে দৈত্য।
আর আমি বসে কাঁদব!
ঐ তো –ঐ তো আমি দেখতে পাচ্ছি,
আমার হাজার হাজার বীর সন্তানেরা –
'মা মা' বলে ছুটে যাচ্ছে।
এগিয়ে যা এগিয়ে যা খোকারা –
শেষ করে দে ঐ দৈত্যগুলির –
লোলুপ হিংস্র দেহগুলি।
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধূলিসাৎ করে
কবর করেদে তাদের গজিয়ে ওঠা
গুপ্ত উদরের নৃশংস ভ্রুণ গুলি।
আমি ও যাচ্ছি।

আমিও তোদের যুদ্ধে, তোমার সংগ্রামে
তোদের সংসারে আছি।
তোদের প্রতিটি রক্ত কণার উদ্দীপ্ত হুংকারের –
গর্ব্বিত পদক্ষেপে, তোদের রক্ত চক্ষুর –
চর্চিত চাহুনির চতুরতায়,–
তোদের প্রতিটি জয়ের উল্লাসে আমি আছি।
আমি যে আমরা যে তোদের গর্ভধারিণী মা।

অরবিন্দ সিংহ, কোলকাতা, ২১/০৫/২০০৭